উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

৩ বৈশাখ ১৪২৫ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 17 April 2018 Tuesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

উত্তম-সুচিত্রা, হনুমান টুপি, সস্‌সের তেল, পিএনপিসি, ছাতার মাথা প্রভৃতি ছাড়া বাঙালি
ভাবাই যায় না!
পড়ুন ক্লাস2anteen -এ

ভোটের দিন অনিশ্চিত

- পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার পর্যন্ত যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, মঙ্গলবার পর্যন্ত তা বাড়ানো হয়েছে।
- স্থগিতাদেশের মেয়াদ বেড়ে যাওয়ায় ১ মে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।
- মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে মামলার শুনানি হবে।

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ মঙ্গলবার বহাল রইল। ওইদিন হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদারের এজলাসে মামলাটির শুনানি হবে। সোমবার বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার ও বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি চলার সময় মামলাটি সিঙ্গল বেঞ্চে পাঠানোর পরামর্শ দেয়। মামলাকারীকে বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার বলেন, 'আপনারা সিঙ্গল বেঞ্চে যান। এই মামলা সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারের তালিকায় রয়েছে। আপনারা সেখানে যাচ্ছেন না কেন ?' তৃণমূল সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চকে বলেন, 'সিঙ্গল বেঞ্চ পক্ষপাতদুষ্ট রায় দিয়েছে।' সিঙ্গল বেঞ্চে দায়ের করা মামলাটি মেনটেনেবল কিনা তাও খতিয়ে দেখবেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার। আইনজ্ঞরা মনে করছেন, স্থগিতাদেশের মেয়াদ বেড়ে যাওয়ায় ১ মে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেছেন, তাঁরা ১৫ মের মধ্যে ভোটের প্রক্রিয়া শেষ করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া রমজান মাসেও ভোট করতে সমস্যা হয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক দলগুলি ভোটকে ভয় পায়।

এদিন ডিভিশন বেঞ্চে তৃণমূলের আইনজীবীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, সিঙ্গল বেঞ্চে মামলা চলছে। তার রায় ঘোষণার আগেই কেন ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করা হল? এর জবাবে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে সিঙ্গল বেঞ্চের তাতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। তাই সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।' কল্যাণবাবু ডিভিশন বেঞ্চকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, সিঙ্গল বেঞ্চে বিজেপি যে মামলা দায়ের করেছিল সেটা কোনোভাবেই মেনটেনেবল নয়। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বদল চেয়ে তৃণমূল মামলা করেছিল। কিন্তু সিঙ্গল বেঞ্চ তৃণমূলের আবেদন নিয়ে কোনো কথা না বলে পঞ্চায়েত ভোটের প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে। কল্যাণবাবুর প্রশ্ন, সুপ্রিমকোর্ট যেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে বলে দিয়েছে,আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে এবং হাইকোর্টকে বলে দিয়েছে মামলাটি শুনতে, সেখানে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার কি নির্বাচনি প্রক্রিয়া স্থগিত করে দিতে পারেন? সুপ্রিমকোর্টের আগেকার রায়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, পঞ্চায়েতের নির্বাচনি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলে হাইকোর্ট সেই প্রক্রিয়া কোনোভাবেই বন্ধ করতে পারে না। তাহলে কলকাতা হাইকোর্ট কি সুপ্রিমকোর্টের রায় মানল? তখন ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'সিঙ্গল বেঞ্চ তো চূড়ান্ত কোনো রায় দেয়নি। তাহলে মামলার এই পর্যায়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং কমিশনের ডিভিশন বেঞ্চে আসার কি প্রয়োজন রয়েছে? আপনারা বরং সিঙ্গল বেঞ্চে ফিরে যান। কারণ, পঞ্চায়েতের বকেয়া বা পেন্ডিং মামলা নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ পূর্ণ বা অর্ধেক, কোনো পর্যবেক্ষণ দিতে চায় না।'

কিন্তু কল্যাণবাবু তাঁর সওয়ালে অবিচল থাকেন। বারবার প্রশ্ন তোলেন সিঙ্গল বেঞ্চের ভূমিকা নিয়ে। এরপর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। প্রথমেই বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার এবং বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কমিশনকে প্রশ্ন করে, তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্যকে কমিশন কি সমর্থন করে? উত্তরে কমিশন সচিব নীলাঞ্জন শান্ডিল্য বলেন, 'আমরা তা সমর্থন করি না।' তখন বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার বলেন, 'আপনারা তবে কী চান?' তখন নীলাঞ্জনবাবু বলেন, 'আমি কোনো আইন বিশেষজ্ঞ নই।' এই জবাব শুনে বিচারপতি হেসে বলেন, 'আপনিই যদি পঞ্চায়েত আইন না জানেন তবে কে জানবে?' তখন কমিশন সচিব বলেন, 'হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের ১০ এবং ১২ তারিখের অন্তর্বর্তী নির্দেশ প্রত্যাহার হোক তা চায় কমিশন। কারণ, মনোনয়নের স্ক্রুটিনি, কর্মীদের প্রশিক্ষণ সহ সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' তখন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চায়, বর্তমান পঞ্চায়েত বোর্ডগুলির মেয়াদ কবে শেষ হচ্ছে? উত্তরে পঞ্চায়েত দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সৌরভ দাস বলেন, এ বছরের আগস্ট মাসে। ডিভিশন বেঞ্চ বিকেল ৫টায় তৃণমূল এবং কমিশনের আবেদন খারিজ করে জানিয়ে দেয়, পঞ্চায়েত মামলা শুনবেন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার।

এদিন সকালে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আপিল মামলার শুনানির সূচনা করে বারবার আদালতকে বলতে থাকেন, সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করার বিষয়টি গোপন করে বিজেপি আদালতের কাছে তথ্য গোপন করেছে। বারবার ওই একই বক্তব্য শুনে বিচারপতিদের ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায়। তাঁরা কল্যাণবাবুকে বারবার বলতে থাকেন, 'ওই কথা ছাড়ুন। আপনি আগে বলুন যে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করেই কেন আপনারা ডিভিশন বেঞ্চে এসেছেন?' কল্যাণবাবু বলেন, তাঁদের রিট পিটিশনের মূল বক্তব্যই ছিল বিজেপির পক্ষ থেকে সিঙ্গল বেঞ্চে দায়ের করা মামলাটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। সিঙ্গল বেঞ্চ তাদের সেই বক্তব্যকে আমল না দেওয়ায় তাঁরা বাধ্য হয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে।

এরপর নয়ের পাতায়

> রাজনৈতিক দলগুলি রাজনীতি না করে ভোটকে ভয় পায়। নির্বাচন মানে গণতান্ত্রিক অধিকার। সেখানে না গিয়ে ওরা কেন এসব করছে ?
>
> পঞ্চায়েত নির্বাচনের আচরণবিধি জারি থাকায় নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না।
>
> যে কাজ পড়ে আছে তাও করা যাচ্ছে না। বাংলার উন্নয়ন পিছিয়ে যাচ্ছে।
>
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

বার্ণে ভরসা ডিসান

সুইচবোর্ডের শর্ট সার্কিটের আগুনে আচমকা সারা শরীর পুড়ে যায় দাদার। আমরা তখন দিশেহারা। হাওড়া'র ছোড়দি সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়ি'র ডিসানে নিয়ে যেতে বলল, ওদেরই একমাত্র বার্ণ ইউনিট আছে। বার্ণ ইউনিটে ভর্তি হল দাদা। ভোরে ৪ ঘন্টা ধরে চলল অপারেশন। সপ্তাহ তিনেক পর সুস্থ হয়ে দাদা বাড়ি ফিরল। এখন রেস্টে।

শ্রীজনা লামা - সামসিং

DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY
90516 40000
শিলিগুড়ি ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে

অম্বিকানগরে আইআরবি-র সেকেন্ড ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পাসে জওয়ানদের অবস্থান। –সংবাদচিত্র

খোঁজ নিল নবান্ন, র‍্যাফের বিক্ষোভে তদন্তের নির্দেশ

শিলিগুড়ি,১৬ এপ্রিল ঃ মাঝরাতে ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণরত র‍্যাফের জওয়ানদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়াল শিলিগুড়িতে। অভিযোগ, রাতভর এলাকায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে র‍্যাফের কিছু জওয়ান। ভয়ে রাতভর জেগেছে গোটা গ্রাম। রবিবার রাতের বিক্ষোভের রেশ চলেছে সোমবার সকাল পর্যন্ত। রবিবার রাতে অম্বিকানগরে ওই ঘটনায় ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়নের (আইআরবি) রিজার্ভ ইনস্পেকটর সৌরভ চক্রবর্তী সহ প্রশিক্ষণরত কয়েকজন জওয়ান আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে এনজেপি থানার একটি গাড়ি। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আইআরবির সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ন সংলগ্ন গ্রামে। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

অম্বিকানগরে আইআরবি-র সেকেন্ড ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পাসে ৬৩৫ জন র‍্যাফ জওয়ানের প্রশিক্ষণ চলছে। অভিযোগ, প্রতিদিন সন্ধ্যা নামতেই কোনো অনুমতি ছাড়াই প্রশিক্ষণরত র‍্যাফ জওয়ানদের একাংশ ক্যাম্পাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। রবিবার রাতে ক্যাম্পাসে এসে ওই কর্মীদের খোঁজ করেন আরআই সৌরভ চক্রবর্তী। কিন্তু বেশ কয়েকজন জওয়ান না থাকায় তিনি সকলকে প্রশিক্ষণের মাঠে ডেকে পাঠান। সেই সময় প্রায় ২২ জন জওয়ান অনুপস্থিত ছিল। প্রায় আধঘণ্টা বাদে ওই জওয়ানরা ফিরে এলে তাদের শাস্তি হিসেবে মাঠ পরিক্রমা করতে বলা হয়।

আইআরবি-র একটি সূত্র জানিয়েছে, সেই সময় কয়েকজন জওয়ান আপত্তি করে। অভিযোগ, এরপরই আরআই সৌরভ চক্রবর্তী তাদের উপরে চড়াও হন। সার্ভিস রিভলভার হাতে আরআই কয়েকজনকে মেরে নাক ফাটিয়ে দেন। যদিও জওয়ানরাও মিলিত হয়ে আরআই-কে পালটা মারধর করে। এরপরই ক্যাম্পাসের ভিতরে শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ। আরআইয়ের বিরুদ্ধে খারাপ ব্যবহার করা, মারধর সহ একাধিক অভিযোগ তুলে ক্যাম্পাসের ভেতরেই বিক্ষোভ শুরু করে র‍্যাফের জওয়ানরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় এনজেপি থানার একটি ভ্যান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত বারোটার পরেই রাস্তায় বেরিয়ে আসে জওয়ানদের কয়েকজন। শুরু হয় তাণ্ডব। পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশাল ফোর্স নিয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে হাজির হন। কোনোরকমে বুঝিয়ে ওই জওয়ানদের ভেতরে ঢোকানো হলেও রাত দুটো নাগাদ তারা ফের বাইরে বেরিয়ে আসে। কয়েকশো জওয়ান অম্বিকানগর বাজারের দিকে ছুটতে শুরু করে। তাদের সামাল দিতে ছোটেন পুলিশ কর্তারা। ততক্ষণে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আরআই-কে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দারা। পুলিশের বিদ্রোহের ঘটনা শুনে লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘরের ভিতরে রাত জাগেন গ্রামবাসীরা। ভোর চারটে নাগাদ ক্যাম্পে ফিরে যায় জওয়ানরা। ক্যাম্পে ফিরলেও ক্যাম্পের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা।

উত্তেজিত জওয়ানদের সামাল দিতে রাতেই ঘটনাস্থলে যান সহকারী পুলিশ কমিশনার অচিন্ত্য গুপ্ত, এনজেপি থানার ওসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও পুলিশের বিশাল বাহিনী। সকালে ঘটনাস্থলে যান ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) গৌরব লাল। সকালে ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ডিআইজি জয়ন্ত পাল। এরপরেই বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুলিশ কর্তারা। ঘটনার খবর যায় পুলিশের উপরমহল এবং নবান্নে। নবান্নের নির্দেশেই ঘটনার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন আইজি (আইনশৃঙ্খলা) অনুজ শর্মা। এই বিষয়ে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ডিআইজি জয়ন্ত পাল বলেন, 'যা হয়েছে তা ডিপার্টমেন্টের বিষয়। এই বিষয়ে বাইরে কিছু বলব না।' ঘটনার পর এখনও এলাকায় রয়েছে থমথমে পরিবেশ। মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী।

গরুমারায় ফের সন্দেহভাজনদের হানা, জারি সতর্কতা

শুভদীপ শর্মা ● লাটাগুড়ি

১৬ এপ্রিল ঃ রাতের অন্ধকারে গরুমারায় দেখা মিলছে সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনের। তার জেরে রবিবার থেকে গরুমারায় নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকগুণ। বন দপ্তর সূত্রে খবর, সাহায্য নেওয়া হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনেরও। গত বছর এপ্রিল মাসে গরুমারায় জোড়া গন্ডার খুন করে খড়্গ কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার এক বছরের মাথায় ফের এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তারজন্য নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গরুমারা জাতীয় উদ্যানকে। নিরাপত্তার কোনো খামতি রাখতে চাইছেন না বনকর্তারা।

গরুমারা সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় সন্দেহভাজন বেশ কয়েকজনকে রাতের অন্ধকারে দেখতে পাওয়ায় খবরও রয়েছে বনকর্তাদের কাছেও। রাতের অন্ধকারে সাত-আটজনকে একসঙ্গে জঙ্গলে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। তারা কী উদ্দেশ্যে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করেছিল সেটা পরিষ্কার নয় বনকর্তাদের কাছে। তবে গরুমারার বুনোদের নিরাপত্তার বিষয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না বন দপ্তর। চলছে রাতদিনের বিশেষ নজরদারি।

গত বছর ১৪ মার্চ অসমের কামাখ্যার একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। জখম হয় একজন। সেই গাড়ি থেকে একটি গন্ডারের খড়্গ উদ্ধার হয়। জখম ব্যক্তিকে জেরা করে অসম পুলিশ জানতে পারে ওই ব্যক্তির নাম ডিং সুয়াং। সে আন্তর্জাতিক চোরাশিকারি। গরুমারার জঙ্গলে দুটি গন্ডারকে মেরে তাদের খড়্গ পাচার করছিল সে। *এরপর নয়ের পাতায়*

জলপাইগুড়ির মোহিতনগরে উড়ালপুল তৈরির কাজ থমকে রয়েছে। –সংবাদচিত্র

উড়ালপুলের কাজ থমকে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে চিঠি

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

১৬ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে-র গ্রামের বাড়ির সংলগ্ন এলাকাতেই মোহিতনগরের উড়ালপুলের কাজ থমকে গিয়েছে। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়ে নির্মাণকাজ দ্রুত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

চলতি বছরের জুন মাসের মধ্যেই মোহিতনগরে উড়ালপুলের নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। অথচ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সড়কে যানজট সমস্যা মেটাতে এই উড়ালপুল খুবই জরুরি। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক উত্তর-পূর্ব ভারত সহ দেশের প্রায় সবদিকে সংযোগ রক্ষা করে। ফলে প্রতিদিন মোহিতনগর রেলগেটের সামনে যানজট হচ্ছে। পরিবহণ কর্মীদের পাশাপাশি মানুষ আশা করেছিলেন নির্দিষ্ট সময়েই উড়ালপুলের কাজ শেষ হবে। কিন্তু জমির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নির্মাণকাজ এখন কার্যত থমকে আছে। কারণ, মোহিতনগরের বাসিন্দারা জমির ক্ষতিপূরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উড়ালপুলের জন্য অধিগৃহীত জায়গায় দশটি বাড়ির মালিক এখনও বসতবাড়ি ভাঙেননি। তাঁদের বক্তব্য, বাস্তুজমির দামের পরিবর্তে তাঁদেরকে ডাঙা জমি হিসেবে টাকা দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পেলে জমি থেকে তাঁরা উঠবেন না। জানা গিয়েছে, মোহিতনগর উড়ালপুলের কাজ যথেষ্ট দ্রুতগতিতে হচ্ছিল। কিন্তু গত একমাস ধরে জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়াতে বিপাকে পড়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। উড়ালপুল নির্মাণের জন্য মোট ৩৪টি পিলার তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে ২০টি পিলার তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট ১৪টির কাজ কবে শেষ হবে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না নির্মাতারা। উড়ালপুলের জন্য অধিগৃহীত জমিতে থাকা বসতবাড়ি এখনও ভাঙেননি গোপাল চক্রবর্তী এবং রাখাল চক্রবর্তীরা। রাখালবাবু জানালেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বসতজমির বদলে ডাঙা জমির দাম দেওয়া হয়েছে। বাস্তুজমির হিসাবে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া না হলে, তাঁরা জায়গা ছেড়ে উঠবেন না। কাজল দাস, উজ্জ্বল দাসরা জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল কমিশনারের দপ্তরে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ জানিয়েছেন। উজ্জ্বলবাবু জানান, এলাকার ১০টি পরিবার জমির উপযুক্ত দাম পায়নি। ক্ষতিপূরণের যে টাকা তাঁদের হাতে এসেছে তা দিয়ে বাড়ি তৈরি হবে না। ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে এই জটিলতার জন্যই কাজ থমকে আছে।

জলপাইগুড়ির স্পেশাল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার রামকুমার তামাং জানান, তাঁরা মোহিতনগর এলাকায় সরকারি বিধি অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করেছেন। বাস্তুজমির বিষয়ে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তা নিয়ে তাঁরা খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে টেকনিকাল ম্যানেজার প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত জানান, মোহিতনগর এলাকায় উড়ালপুলের কাজ করতে গিয়ে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দ্রুত কাজ করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের জুন মাসেই মোহিতনগরের উড়ালপুল নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। মোহিতনগর এলাকা পাতকাটা মৌজার অধীন। জমি অধিগ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের মাধ্যমে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৩০ কোটির বেশি টাকা দিয়েছে। *এরপর নয়ের পাতায়*

হুমকি বিজেপির

সন্ত্রাস বন্ধ না হলে থানায় আশ্রয় নেবেন প্রার্থী, কর্মীরা

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজেপি প্রার্থী এবং কর্মীদের ওপর তৃণমূলের সন্ত্রাস বন্ধ না হলে, দলের সমস্ত প্রার্থীকে থানায় নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া হবে। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থীরা থানাতেই বসে থাকবেন। সোমবার দলীয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, দলের কর্মীদের ওপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং তৃণমূলের সন্ত্রাস বন্ধ করার দাবি নিয়ে থানা ঘেরাও করার পরে এই কথা জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সভাপতি দেবাশিস চক্রবর্তী।

জেলা বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, গত ৯ তারিখ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেবার সময়সীমা শেষ হতেই বিজেপি কর্মীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করাতে উঠেপড়ে লেগেছে তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁদের মারধর, এমনকি বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুরও করেছে তৃণমূল। জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক ব্লকে গত ৫ দিনে তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে বিজেপি প্রার্থী এবং কয়েকশো কর্মী ঘরছাড়া। আতঙ্কে প্রার্থীরা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকি, গত ৫ দিনে আহত হয়েছেন শতাধিক নেতা-কর্মী। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া, পাতকাটা, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে মোটরবাইকবাহিনী তৈরি করে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে বলে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি। গত পাঁচদিনে শুধুমাত্র বারোপাটিয়া এবং পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই তৃণমূলের আক্রমণে আহতের সংখ্যা প্রায় ৪০। এদের মধ্যে ১০ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি শ্যাম প্রসাদ।

এরপর নয়ের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল– ₹৭৬.৭২
ডিজেল– ₹ ৬৭.৮৬

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

বিন্দু বিসর্গ

বোমাগুলি তো নেতিয়ে যাবে !

ধর্ষণ ও খুনের আশঙ্কায় কাঠুয়ার নির্যাতিতার আইনজীবী

খবর চারের পাতায়

দেশিকোত্তম পুরস্কারের খসড়া তালিকায় অমিতাভর নাম

খবর বারোর পাতায়

গম্ভীরের ছায়া সরিয়ে ইডেনে নাইট উদয়

খবর ষোলোর পাতায়